হরফে মুকাত্তায়াতের রহস্য

অক্ষরগুলোর মধ্যে লুকানো অদৃশ্য সেনা

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

হরফে মুকাত্তায়াতের রহস্য: অক্ষরগুলোর মধ্যে লুকানো অদৃশ্য সেনা

ভূমিকা

ভাবুন আপনি গভীর রাতের অন্ধকারে একা বসে আছেন। হঠাৎ আপনার মনে হলো চারপাশে অদৃশ্য কিছু শক্তি আপনাকে ঘিরে ফেলেছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু অনুভব করছেন যেন কেউ পাহারা দিচ্ছে। কখনো মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আলো নেমে আসছে আবার কখনো মনে হচ্ছে বাতাসে অদৃশ্য শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে।

এটাই হলো কুরআনের সেই গোপন রহস্য যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না কিন্তু হৃদয় দিয়ে বুঝা যায়। কুরআনের কিছু সূরার শুরুতে আল্লাহ রেখেছেন রহস্যময় কিছু অক্ষর। আলিফ লাম মিম, হা মিম, ইয়াসিন, কাফ হা ইয়াআইন সাদ,

এগুলো কেবল অক্ষর নয় বরং গায়েবি কোড। অদৃশ্য সেনা ডাকার সংকেত আজ আমি আপনাদের সামনে উন্মোচন করব সেই ভয়ঙ্কর রহস্য যা যুগ যুগ ধরে গোপন রাখা হয়েছে।

উপস্থাপক পরিচিতি

আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির আধ্যাত্মিক সাধক আমিল এ কামিল। আমি Tilismati Duniya প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে আমরা উন্মোচন করি সেইসব গোপন রহস্য যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আজকের আলোচনায় আমি আপনাদের নিয়ে যাবো হরফে মুকাত্তায়াতের ভেতরে লুকানো অদৃশ্য সেনাদের জগতে।

অধ্যায় ১ হরফে মুকাত্তায়াত কী

কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে আল্লাহ এমন কিছু অক্ষর রেখেছেন যা মানুষের বোঝার বাইরে। এগুলোকে বলা হয় হরফে মুকাত্তায়াত, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অক্ষর। আলিফ লাম মিম, ইয়াসিন, হা মিম, কাফ হা ইয়াআইন সাদ, নুন—এসব হলো সেই রহস্যময় হরফ। এগুলোকে সাধারণ অক্ষর ভেবে ভুল করা যাবে না। এগুলো আসলে আসমানি কোড। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবীর মাঝে এক গোপন ভাষা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন—হরফে মুকাত্তায়াতের প্রকৃত রহস্য কেবল আল্লাহ জানেন। হযরত আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন—এ অক্ষরগুলো একেকটি আসমানি বাহিনীর প্রতীক। ইবনে কাসির বলেছেন—এগুলো ফেরেশতাদের গোপন নাম। ইমাম কুরতুবি বলেছেন—এগুলো হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর জন্য গায়েবি ইশারা। অর্থাৎ প্রতিটি হরফ হলো একেকটি আসমানি দরজা। যখন একজন বান্দা আন্তরিকভাবে এই হরফগুলো পড়ে, তখন সেই দরজা খুলে যায়, আর সেখান থেকে অদৃশ্য ফেরেশতা বাহিনী নেমে আসে।

অধ্যায় ২ অদৃশ্য বাহিনী ধারণা

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন—“আকাশ ও পৃথিবীর সব বাহিনী আমারই অধীনে।” এর মানে হলো, মানুষ যেমন সেনাবাহিনী রাখে, আল্লাহরও আছেন ফেরেশতা, জিন এবং অদৃশ্য শক্তির বাহিনী। তবে পার্থক্য হলো, মানুষ তার সেনা চোখে দেখে, কিন্তু আল্লাহর বাহিনীকে কেবল অনুভব করা যায়। হরফে মুকাত্তায়াত হলো সেই বাহিনী ডাকার কোড। যখন কেউ আলিফ লাম মিম পড়ে, তখন নূরের ফেরেশতারা নামে, যারা দোয়ার পথ পরিষ্কার করে দেয়। যখন কেউ হা মিম পড়ে, তখন আসমানের পাহারাদার ফেরেশতা তার চারপাশে অদৃশ্য ঢাল তৈরি করে দেয়। আর যখন ইয়াসিন উচ্চারণ করা হয়, তখন রহমতের ফেরেশতারা

মৃত আত্মাকে শান্তি দেয় এবং জীবিত আত্মাকে সান্ত্বনা দেয়। এভাবে প্রতিটি হরফ একেকটি বাহিনীকে সক্রিয় করে। তারা মানুষের জীবনে অলৌকিক প্রভাব ফেলে।

অধ্যায় ৩ আলিফ লাম মিম তিন শক্তির মিলন

আলিফ লাম মিম হলো কুরআনের সবচেয়ে আলোচিত হরফ। তিনটি অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে আছে মহাজাগতিক তিন শক্তি। আলিফ মানে আসমানের নূরের স্রোত, যা সরাসরি আল্লাহর আরশ থেকে আসে। লাম মানে আত্মার লতিফা, যা মানুষের ভেতরের গোপন আলোকে জাগিয়ে তোলে। মিম মানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীলমোহর, যা রহমতের মাধ্যমে সবকিছুকে ঢেকে দেয়। এই তিন অক্ষর একত্রে পড়া মানে হলো—আসমান থেকে আলো নেমে আসা, আত্মার ভেতরের গোপন শক্তি জাগ্রত হওয়া, আর নবীর রহমতের সীলমোহর বসে যাওয়া। এর ফলে মানুষের চারপাশে এমন এক অদৃশ্য ঢাল তৈরি হয়, যেখানে শয়তান ও কালো জাদু কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারে না।

অধ্যায় ৪ কাফ হা ইয়াআইন সাদ দোয়া কবুলের রহস্য

সূরা মারইয়ামের শুরুতে এসেছে কাফ হা ইয়া আইন সাদ। এই অক্ষরগুলো কেবল সাধারণ হরফ নয়, বরং দোয়া কবুল হওয়ার আসমানি কোড। হযরত যাকারিয়া আলাইহিসসালাম দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাঁকে এই হরফের রহস্য দিলেন। কাফ মানে কুদরতি শক্তি। হা মানে রহমত। ইয়াআইন মানে আল্লাহর নজরদারি। সাদ মানে ধৈর্য ও দৃঢ়তা। যখন বান্দা আন্তরিকভাবে এই হরফগুলো উচ্চারণ করে, তখন ফেরেশতারা সেই দোয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আসমান থেকে রহমতের ফাইল খোলা হয়, আর সেই দোয়া দ্রুত আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।

অধ্যায় ৫ হা মিম সাত সূরার গোপন রহস্য

হা মিম এসেছে সাতটি সূরার শুরুতে। এটি সাধারণ কোনো শব্দ নয়, বরং আসমানি বাহিনীর সংকেত। ইবনে কাসির বলেন—হা মিম হলো ফেরেশতা বাহিনীর নাম, যারা মুমিন বান্দাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করে। হা মানে হিদায়াত। মিম মানে মজলুমদের সাহায্য। যখন কেউ আন্তরিকভাবে হা মিম পড়ে, তখন আল্লাহ পাহারাদার ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। তারা চারপাশে এক অদৃশ্য ঢাল তৈরি করে দেয়। যদি কেউ টানা সাত দিন ফজরের পর সত্তর বার হা মিম পড়ে, তবে তার জীবনে এমন আসমানি ঢাল তৈরি হয় যা শয়তান ও কালো জাদুর শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

অধ্যায় ৬ ইয়াসিন কুরআনের হৃদয়

ইয়াসিনকে বলা হয় কুরআনের হৃদয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"ইয়াসিন কুরআনের হৃদয়, যে এটি পড়বে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করবেন।" এই অক্ষর আসলে রহমতের কোড।
ইয়াসিন পড়লে মৃত আত্মা শান্তি পায়। জীবিত আত্মা রহমতের আলোয় ভরে যায়। কবরের অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে। আর আকাশ থেকে ফেরেশতার বাহিনী নেমে এসে পাঠকের পাশে দাঁড়ায়। ইয়াসিন মানুষের আত্মাকে সরাসরি আসমানের সাথে যুক্ত করে দেয়।

অধ্যায় ৭ নুন রহস্যময় কালি

আল্লাহ কুরআনে বলেন—নুন ওয়াল কালমি ওয়ামা ইয়াস্তুরুন। নুন মানে হলো সেই অদৃশ্য কালি যা লওহে মাহফুজে ব্যবহার হয়। কলম মানে আসমানি কলম, যা মানুষের নিয়তি লিখে। নুন হলো এক মহাজাগতিক সমুদ্র। সেখানে যে কালি প্রবাহিত হয়, তার দ্বারা নিয়তি লেখা হয়। যখন কেউ নুন পড়ে, তখন ফেরেশতারা নিয়তির ফাইল স্পর্শ করে। আল্লাহ চাইলে সেই মুহূর্তেই বান্দার ভাগ্যের অন্ধকার লেখা পরিবর্তন হয়ে যায়।

অধ্যায় ৮ দীর্ঘ রক্ত কাঁপানো মন্ত্র

اللهم إني أدعوك بسر الم
وبحق كهيعص
وبعزة حم
وبنور يس
وبسر ن
أن ترسل علي جنودك الخفية
وتجعل حولي ملائكة لا يراهم أحد إلا أنت
فيحفظونني من كل شر
ويكشفون عني كل هم وغـم
ويفتحون لي أبواب الرزق
ويزيلون عني السحر والعين
ويجعلونني من أوليائك الصالحين

বাংলা অর্থ

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে দোয়া করছি আলিফ লাম মিম এর রহস্যের দোহাই, কাফ হা ইয়াআইন সাদ এর হকের দোহাই, হা মিম এর ইজ্জতের দোহাই, ইয়াসিন এর নূরের দোহাই এবং নুন এর গোপন রহস্যের দোহাই দিয়ে। তুমি আমার চারপাশে অদৃশ্য ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করো। তারা যেন আমাকে সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। তারা যেন আমার দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয়। আমার জন্য রিজিকের দরজা খুলে দেয়। আমার উপর থেকে জাদু ও বদনজর সরিয়ে দেয়। এবং আমাকে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে।

অধ্যায় ৯ সাধনার নিয়ম

ফজরের নামাজ শেষে পরিষ্কার কাপড় পরে কিবলার দিকে মুখ করে বসতে হবে। প্রথমে সত্তর বার আলিফ লাম মিম পড়তে হবে। এরপর সত্তর বার হা

মিম পড়তে হবে। তারপর উপরোক্ত আরবি মন্ত্র সাত বার পড়তে হবে। এরপর নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী দোয়া করতে হবে। এভাবে টানা সাত দিন করলে মানুষের জীবনে এক অলৌকিক পরিবর্তন আসবে। চারপাশে অদৃশ্য পাহারাদার ফেরেশতা নেমে আসবে। শয়তান পালিয়ে যাবে। আর নিয়তির ফাইল নতুনভাবে লেখা হবে।

অধ্যায় ১০ অদৃশ্য সেনার কাজ

অদৃশ্য সেনারা শত্রুর ষড়যন্ত্র ভেঙে দেয়। তারা কালো জাদুর প্রভাব অকার্যকর করে দেয়। তারা মানুষের দোয়া আসমানে পৌঁছে দেয়। বিপদ আসার আগে আকাশ থেকে নেমে এসে ঢাল তৈরি করে। তারা মানুষের হৃদয়ে সান্ত্বনা দেয় এবং আত্মাকে আলোয় ভরে দেয়।

অধ্যায় ১১ সতর্কতা

এই সাধনা কোনো খেলা নয়। এটি কেবল সেই বান্দার জন্য, যে সত্যিই আল্লাহর রহমত চায়। যদি কেউ খেলাচ্ছলে পড়ে বা মজা করার জন্য পড়ে, তবে তার বিপদ হতে পারে। কারণ ফেরেশতা বাহিনী শুধু সেই বান্দার পাশে আসে, যার নিয়ত খাঁটি আর হৃদয় সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে থাকে।

অধ্যায় ১২ শিক্ষা এবং মেগাক্লাস টিজার

ভাই ও বোনেরা, হরফে মুকাত্তায়াত কেবল অক্ষর নয়, বরং গায়েবি কোড। প্রতিটি হরফের ভেতরে আছে আসমানি সেনা। আজ আমি শুধু আপনাদের সামনে পরিচয় দিলাম। কিন্তু এর পূর্ণ রহস্য জানতে চাইলে আসুন আমাদের বিশেষ মেগাক্লাসে।

মেগাক্লাস টপিকসমূহ হরফে মুকাত্তায়াত বিশেষ

১. আলিফ লাম মিম আসমানি নূরের দরজা এবং আত্মার গোপন ঢাল
২. কাফ হা ইয়াআইন সাদ দোয়া কবুলের আসমানি ফাইল খোলার রহস্য
৩. হা মিম সাত সূরার গোপন বাহিনী এবং দাজ্জালিক শক্তি থেকে সুরক্ষা
৪. ইয়াসিন কুরআনের হৃদয় এবং মৃত আত্মার শান্তির অদৃশ্য রহস্য
৫. নুন লওহে মাহফুজের কালি এবং নিয়তি বদলানোর আসমানি কোড
৬. সাদ নবুয়তের সীল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির গুপ্ত উৎস
৭. ক্বাফ আসমানি পাহাড় এবং ফেরেশতা পাহারাদার বাহিনীর কানেকশন
৮. তা হা নবীর গোপন নাম এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অদৃশ্য সূত্র
৯. আলিফ লাম রা রহস্যময় অক্ষরসমূহ এবং আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতীক
১০. হরফে মুকাত্তায়াত ও ফেরেশতা বাহিনী কোন হরফ কোন ফেরেশতার সাথে যুক্ত
১১. হরফে মুকাত্তায়াতের সাধনা সাত দিন এবং চল্লিশ দিনের আধ্যাত্মিক unlocking পদ্ধতি
১২. হরফে মুকাত্তায়াত ও লওহে মাহফুজ সংযোগ কার নাম আসমানি ফাইলে লেখা আছে

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732